মোগল যুগে চিত্রকলা

HISTORY HONS SEM-IV CC-9 UNIT-I

Nilendu Biswas
Assistant Professor & Head
Dept. of History
Asannagar Madan Mohan Tarkalankar College

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

মোগল যুগে চিত্রকলার পরিচয় দাও ।

স্থাপত্যশিল্পে অত্যাধিক খ্যাতি মোগলযুগের চিত্রকলার খ্যাতিকে অনেকটা ম্লান করে দিয়েছে, তা অনেকেই স্বীকার করেছেন । বস্তুত ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে মোগলযুগ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে । মোগল চিত্রকলার বিবর্তনে প্রাক-মোগল যুগের চিত্রকলার প্রভাব অবশ্যই ছিল । কিন্তু দিল্লীর সুলতানরা চিত্রকলার সমজদার ছিলেন না । কারন এখন পর্যন্ত সুলতানী যুগের এমন কোন চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া যায়নি, যা দেখে আমরা সেযুগের চিত্রকলা সম্পর্কে ধারনা করতে পারি । তবে প্রাদেশিক শাসকেরা চিত্রকলার সমাদার করতেন ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

মোগল চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য

১) চিত্রকলায় ইন্দো-পারসিক রীতির অসাধারন মিশ্রন ।

২) প্রাকৃতিক দৃশ্য, গাছপালা, পশু, পাখি চিত্র বিষয়বস্তু হিসাবে স্থান পায় ।

৩) জাহাঙ্গীরের আমলে আঙ্গিক অপেক্ষা বক্তব্য ও বিষয়ের অর্ন্তনিহিত সৌন্দর্য প্রকাশ পায় ।

৪) শাহজাহানের আমলে ছবির বক্তব্য অপেক্ষা বিষয়ের সাদৃশ্য স্থাপনে জোর দেওয়া হয় ।

৫) ছোট পরিসরে চিত্রাঙ্কন ছিলে এইযুগের চিত্রকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৬) কঠোর বাস্তব বিষয়বস্তু ছিল এই চিত্রকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

- সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ছিলেন সৌন্দর্যের পুজারী । প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঋতু-পরিবর্তন ও তাঁর বিভিন্ন রূপ বাবরের মনকে দারুন ভাবে নাড়া দেয় । তাই তিনি দরবারে চিত্রশিল্পী নিয়োগ করেছিলেন । তিনি ছিলেন চিত্রকলার উৎসাহী সমর্থক । হুমায়ুনের ভাগ্যবিপর্যয় ও পারস্যে রাজনৈতিক আশ্রয় মোগল চিত্রকলার বিকাশে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল । কারন হুমায়ুন পারস্যে থাকা কালিন চিত্রকলার প্রতি আগ্রহ বোধ করেছিলেন । পারস্যের দুই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মীরসৈয়দ তাব্রিজি ও খাজা আবদুস সামাদের সঙ্গে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন । তাঁরা পারসিক রীতিতে ‘দস্তান-আমীর-হামজা’ নামে চিত্রগুলি আঁকেন ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

- আকবর চিত্রশিল্পের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে ছিলেন । চিত্রকলার বিকাশের জন্য আকবর আবদুস সামাদের নেতৃত্বে একটি বিভাগ স্থাপন করেন । আবুল ফজলের বিবরণ থেকে জানা যায়, ‘সম্রাট প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার শিল্পীদের আঁকা ছবি গুলি পরীক্ষা করে তার উৎকর্ষতা বিচার করতেন । শিল্পীর ভাতা সেইমত বাড়ান হত ।’ আবদুস সামাদ, বসবন, সৈয়দ আলি, দশবন্ত, সানোয়াল দাস, তারাচাঁদ, জগন্নাথ প্রমুখ ছিলেই আকবরের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী । আবুল ফজল উল্লেখিত ১৭ জন চিত্রকরের মধ্যে ১৩ জন ছিলেন হিন্দু । দশবন্ত জাতিতে কাহার হলেও তাঁর অঙ্কন প্রতীভা আকবরকে দারুন মুগ্ধ করেছিল বলে আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন । ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট যাদুঘরের সংগ্রহশালায় আকবরী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি সংরক্ষিত আছে ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

- জাহাঙ্গীর ছিলেন চিত্রকলার প্রকৃত সমাজদার । ‘শিল্পের জন্য শিল্প’ নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন । তার চিত্র সৌন্দর্যবোধ এমন ছিল যে, তুলির টান দেখে বলে দিতে পারতেন সেটি কোন শিল্পীর টান । উদ্দেশ্য ও প্রচারমূলক চিত্রাঙ্কন থেকে শিল্প-ভাবনাকে মুক্ত করে তিনি নিছক সৌন্দর্য প্রকাশের বাহন হিসাবে চিত্রকলাকে ব্যবহার করেন । টমাস রো এই কারনে জাহাঙ্গীরের উচ্চপ্রশংসা করেছেন । ফারুক বেগ, মহম্মদ নাসির, মহম্মদ মুরাদ ও আকারিজা-র নাম বিশেষ ভাবে করা যায় । আকারিজার কাজে সন্তুষ্ঠ হয়ে সম্রাট তাকে ‘নাসির-উস-জামান’ খেতাব দেন । বিষেণ দাস, গোবর্ধন, কেশব, মনোহর, মাধব, তুলসি প্রমুখ হিন্দু চিত্রকরের কথাও বলতে হয় । বিষেণ দাস প্রতিকৃতি অঙ্কনে অদ্বিতীয় ছিলেন । তবে জাহাঙ্গীরের আমলে চিত্রকলায় পারসিক রীতির স্থানে ভারতীয় রীতির বিকাশ ঘটেছিল ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

- স্থাপত্য শিল্পের প্রতি অত্যাধিক আগ্রহ থাকায় শাহজাহান চিত্রশিল্পে সেভাবে গুরুত্ব দিতে পারেননি । তবে তার দরবারে আসফ খাঁ ছিলেন চিত্রশিল্পে আগ্রহী । লাহোরে তাঁর আবাসগৃহ ছিল চিত্রশিল্পীদের চিত্রে সুসজ্জিত । এই সময়ে চিত্রে শিল্প অপেক্ষা রঙের আধিক্য ও আড়ম্বর পরিলক্ষিত হয় । শাহজাহান প্রাকৃতিক দৃশ্য, লোক উৎসব বা দরবার দৃশ্যের পরিবর্তে মূল বিষয়কে গ্রহন করে চিত্ররচনা শুরু করেন । মির হাসান, অনুপ চিত্রা, চিত্রামনি, সমরকান্দি, মহম্মদ নাদির প্রমুখ ছিলেন শাহজাহানের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

- ধর্মীয় আবেগের জন্য সম্রাট ঔরঙ্গজেব চিত্রকলার প্রতি কোন আগ্রহ দেখাননি । বরং তিনি চিত্রবিভাগ বন্ধ করে দেন । ফলে শিল্পীরা গোয়ালিয়র, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক দরবারে আশ্রয় নেন । এইভাবে মোগল যুগে দরবারী শিল্পের বাইরে লোক শিল্পের বিকাশ হয় । রাজস্থান ও পাঞ্জাবে শিল্পীরা নতুন চিত্রশৈলী গড়ে তোলেন । রাজপুতশৈলী ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রেখা ও রঙের অপূর্ব বাহারী কাজ ছিল রাজপুত শৈলীর বৈশিষ্ট্য ।

OER-CC-PPT by Nilendu Biswas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.